তারিখ ২৭।৬।৭৯
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বাবুল শিশু শিক্ষালয় প্রসঙ্গে

মালীবাগ চৌধুরীপাড়াস্থ শহীদ বাবুল শিশু শিক্ষালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিকট হইতে গত জানুয়ারী, '৭৯ সেশন চার্জ সহ কেজির উর্ধ্বে মাথাপিছু একশত ও কেজির নিম্ন শ্রেণীতে সকল ছাত্র ছাত্রীর কাছ হইতে পঁচাত্তর টাকা করিয়া নেওয়া হইয়াছে। পুনরায় চলতি জুলাই, '৭৯ এর বেতনের সঙ্গে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সেশন চার্জ বাবদ জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা প্রদানের জন্য জানান হইয়াছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, এই টাকা কেন এবং কোন্ খাতে প্রদান করিতে হইবে তাহার ব্যাপারে কোনকিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। স্থানীয় জনমনে ও অভিভাবক মহলে রীতিমত তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও আশংকা দেখা দিয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত কিছুদিন পূর্বে সমস্যায় জর্জরিত স্কুলটি সরেজমিনে মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পরিদর্শন করেন। স্কুলের সার্বিক উন্নয়নকল্পে তিনি বেশ মোটা অঙ্কের আর্থিক সাহায্যও প্রদান করেন, কিন্তু অদ্যাবধি স্কুলের উন্নয়ন তো দূরের কথা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কোন ক্লাসেই সামান্য বৈদ্যুতিক পাখারও ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয় নাই এবং যানবাহনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। সব কিছু মিলিয়া বর্তমানে উক্ত স্কুলে একরকম অচলাবস্থা তথা সমস্যা-বহুল অবস্থা বিরাজমান। ইতিমধ্যে উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ বিনা নোটিসে একবার উধাও হইয়াছিলেন এবং পুনরায় আসিয়া যথারীতি কাজে যোগদান করেন। তাঁহার এই আকস্মাৎ অন্তর্ধান ও দীর্ঘদিন স্কুলে যোগদান হইতে বিরত থাকার কারণ সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে কোনকিছুই জানা সম্ভব হয় নাই। স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবকে স্কুলের অনৈক কর্মকর্তা সবসময়েই মদদ যোগাইয়া যাইতেছেন আর বানরের পিঠা ভাগ করার মত ফায়দা লুটিতেছেন। উল্লেখ্য যে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অন্যূন দুই শিফটে ছয় সাত শতেরও অধিক এবং মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা হিসাবে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দাঁড়ায়।

অবিলম্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেন সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ইহার আশু নিরসন করেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ লেখাপড়া যাহাতে সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমে চলে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

জনৈক অভিভাবক মালীবাগ চৌধুরীপাড়া এলাকার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে, ঢাকা।

শিক্ষকদের অবহেলার হেতু কি?

দৈনিক ইত্তেফাকে ৭ই গত জুন প্রকাশিত সন্ধানীর 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক নিবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত নিবন্ধে নিবন্ধকার ঘুণে ধরা প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও গতিশীল করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়া শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন এবং চির অবহেলিত শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, জাতিগঠনে শিক্ষার এবং শিক্ষকের বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে এবং তাই প্রত্যেকটি উন্নত দেশে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন ও পদ মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এদেশে শিক্ষকদের না আছে উপযুক্ত বেতন, না আছে পদ মর্যাদা।

অথচ সন্ধানীর মত বিজ্ঞ কলামিষ্ট জাতীয় স্বার্থে ডি, সি সাহেবদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করিতে গিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ভুলিয়া গেলেন এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অনেক বেশী বেতনের কর্মকর্তাদের বাদ দিয়া শুধু নিরীহ সরকারী কলেজ শিক্ষকদের উপর চড়াও হইলেন। ৩০০/- টাকার লাইভষ্টক অফিসার ১৪০০/ টাকার স্কেল, ২৭৫/- টাকার সার্কেল অফিসার ১১৫০/- টাকা, ৩২৫/-টাকার সহকারী আনসার ডিরেক্টর ১১৫০/ টাকা বেতন পাইতেছেন। আর সেক্ষেত্রে ৪৫০/- টাকা স্কেলের লেকচারার পাইতেছেন ৭৫০/- টাকার বেতন স্কেল।

কিছুদিন আগেও সরকারী কলেজ শিক্ষকগণ তাঁদের বেতন স্কেলের অসংগতি ও বৈষম্যের প্রতিবাদে ৫৪ দিন কর্মবিরতি পালন করিয়াও সরকারের ঘুম ভাঙাইতে পারেন নাই। যদিও সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীর সমর্থনে সত্যদর্শী, সুহৃদ, অনিকেত এবং আরো অনেকে সোচ্চার হয়েছিলেন।

যা হোক নিবন্ধকার সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সাথে যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। সরকারী কলেজ শিক্ষকদের বেতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পশু ডাক্তার, মিলিটারী অফিসার, আনসার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ— কারো চেয়ে এখন বেশী নয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের বেতন সকল প্রাদেশিক সার্ভিসের কর্মচারীদের বেতনের চেয়ে বেশী ছিল। অথচ বলা হইয়াছে— জেলা প্রশাসকের বেতন স্কেল কলেজ শিক্ষকদের তুলনায় কম দেওয়াতে জেলা প্রশাসকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং তাই প্রশাসনিক কাজকর্মে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে, জাতীয় বেতন স্কেল নামক অন্ধ দৈত্য নাকি সবকিছু তছনছ, ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে। নিবন্ধকারের এই যুক্তি ভিত্তিহীন।

জেলা প্রশাসকের সাথে তুলনা করা হইয়াছে সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক, বিভাগীয় ডেপুটি ডিরেক্টর, মেডিক্যাল কলেজ এর প্রফেসর, এসোসিয়েট প্রফেসরের এবং নিবন্ধকার এই তুলনার মাধ্যমে দেখাইতে চাহিয়াছেন জেলা প্রশাসক শিক্ষকদের চেয়ে কম পাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের সাথে ডি,সি সাহেবদের তুলনা সাজে না। কারণ, শিক্ষা বিভাগে একজন শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যক্ষপদে প্রমোশন পাইতে ২০/২২ বছর পর্যন্ত সময় ল[illegible]। আবার তাও সবার বেলায় হইয়া উঠে না। ডি,সি থেকে ডেপুটি সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানদের সর্বোচ্চ বেতন স্কেল ৩০০০/ টাকায় উন্নীত হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তি অনেক যোগ্যতার অধিকারী হইয়া জীবন সায়াহ্নে প্রফেসর পদে পৌঁছাইতে পারিবেন। ২৩৫০/ টাকা স্কেলে চাকুরী জীবনের ইতি টানিতে হয়।

নিবন্ধকার তাঁর নিবন্ধে আরও যে সব তথ্য পেশ করিয়াছেন, তার অনেকগুলি সঠিক নয়। যেমন: তিনি এক জায়গায় ১৭০০/ টাকা স্কেলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বহু আগেই এই স্কেল রহিত করা হইয়াছে। আর তিনি কোথায় দেখিলেন যে, সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেলা প্রশাসকের চেয়ে বেশী বেতন পান! সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক, ডেপুটি ডিরেক্টর পান ১৮৫০/- টাকা স্কেল এবং ডি, সি সাহেব পান ১৮৫০/ টাকা স্কেল। সুতরাং পার্থক্য কোথায়? বরং বলা চলে ডি, সি সাহেবরা সহযোগী অধ্যাপকের চেয়ে বেশী পান। কারণ ডি, সি সাহেবের বেতনের সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা, যেগুলির স্বাদ একজন সহযোগী অধ্যাপক সারা জনমেও কল্পনা করিতে পারেন না।

নিবন্ধকার এক জায়গায় বলিয়াছেন, জেলা প্রশাসক জেলার অধিকর্তা। তিনি আরও বলিতে চাহিয়াছেন, জেলা প্রশাসক জেলার অধিকর্তা বিধায় তাঁর বেতন জেলায় অন্যসব কর্মচারীর (যে কোন বিভাগের যত বড় পদই হোক না কেন) চেয়ে বেশী বেতনের দাবীদার। এই কথার কি অর্থ, তা আমাদের বোধগম্য নয়। জেলায় যদি কর্মরত অন্য বিভাগের একজন সিনিয়ার অফিসার থাকেন তাহা হইলে তাহাকেও কি ডি, সি'র চেয়ে কম বেতন পাইতে হইবে! নিবন্ধে আরো বলা হয়েছে, ডি, সি সাহেবদের বেতন তাদের আশানুরূপ না হওয়াতে প্রশাসনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এখানেই আমাদেরও প্রশ্ন শিক্ষাবিভাগে বা অন্য বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবিচার করা হইলে সেসব বিভাগের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলিবে কি? এবং তাও জাতির পক্ষে কল্যাণকর বা সুখকর হইবে কি? শিক্ষাবিভাগের প্রতি অবহেলার কুফল এখনও কি আমাদের চোখে পড়িতেছে না?

—জাহান আরা বেগম সভানেত্রী, বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি।